বিশ্বনাথে বাড়িঘর ভাংচুর ঃ মহিলাদের নির্যাতন

প্রতিপক্ষের হামলা আহত ১০, আটক৩

বিশ্বনাথে বৃহস্পতিবার ভোররাতে প্রতিপক্ষের হামলার শিকার হয়েছে একটি পরিবার। হামলায় আহত হয়েছেন মহিলাসহ পরিবারের ১০ সদস্য। উপজেলার মিরেরচর-১ গ্রামের কবির উদ্দিনের পরিবার ওই হামলার স্বীকার হয়েছেন। হামলাকারী হিসেবে একই গ্রামের তার প্রতিবেশী হাফিজ মাওঃ বশির আহমদ গংদের নাম উল্লেখ করেছেন তিনি (কবির)। হামলাকারীরা মহিলাদেরকে নির্যাতন করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এঘটনায় এলাকায় তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে।

হামলায় আহতরা হলেন, কবির উদ্দিন (৬৭), মনির উদ্দিন (৭০), গেদাব আলী (৫৫), সুরজান বিবি (৫০), নেহার বেগম (৫০), ছইলমাবিবি (২২), সালমা বেগম (২০), তোয়াহিদ আলী (১৯)। এরমধ্যে গেদাব আলী, সুরজান বিবি, ছইলমাবিবি'র অবস্থা গুরুত্বর। এব্যাপারে থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুড়তি চলছে। ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন, হামলাকারীরা আমাদের ১৪টি রুমের ঘরগুলো ভাংচুর করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে। তার (হামলাকারীরা) ঘরগুলো থেকে নগদ ৩ লক্ষ টাকা, ৪ ভরি স্বর্ন, ৩টি পাসর্পোট, ১টি বাই সাইকেল, ২০ বান টিন (প্রতি বানে ৭/৮টি করে), ৮টি সেলফোন, ৩টি টর্চলাইট, বিভিন্ন মামলা ও জায়গা-জমির কাগজপত্র লুটপাঠ করে নিয়ে গেছে।

পুলিশ ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে ঘটনাস্থল থেকে ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে ৩ জনকে আটক করেছে। আটককৃতরা হলেন উপজেলার মিরেরচর-১ গ্রামের আব্দুর রবের পুত্র আব্দুল হেকিম (২৩), রামধানা গ্রামের হাজী আব্দুন নূরের পুত্র জহির উদ্দিন (২১), বেতসান্দি গ্রামের আবরুছ আলীর পুত্র রুহেল আহমদ (২৫)। তবে আটককৃতরা দাবী করছেন তারা এঘটনার সাথে জড়িত নয়। ঘটনার খবর শুনে সেখানে গিয়ে ছিলেন।

এব্যাপারে কবির উদ্দিন বলেন, ১৯৫৪ সালের আমির উদ্দিনের পিতা মৃত ইদ্রিস আলী নিজের অংশের জায়গা তার (কবির) পিতা মৃত আজর আলীর কাছে বিক্রি করে ছিলেন। এরপর ৫/৬ বছর পূর্বে আমির তাদের কাছে পূন্ব্রায় জায়গাটি বিক্রি করেছে। জায়গা নিয়ে চাচাত ভাই আমিরের সাথে তাদের ১৯৭৭ সাল থেকে মামলা মোকাদ্দমা চলে আসছে। আর জায়গা পাওয়ার লুভে বশির উদ্দিন গংরা আমিরকে আর্থিক সাহায্য করছে। অভিযুক্তের বশির উদ্দিনের পুত্র খলিল-রহিম তাদেরকে ৭/৮ টাকা দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে বিভিন্ন সময়ে জায়গা থেকে উচ্ছেদের কথা বলেছে। তাদের কথা না শোনার কারণেই বৃহস্পতিবার ভোর রাতে বশির উদ্দিন, তার পুত্র কামাল-খলিল-জলিল-রহিম'র নেতৃত্বে অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ও বহিরাগত ক্যাডার ভাড়া করে এনে প্রায় দেড় শতাধিক লোক তাদের বাড়িঘর ভাংচুর, হামলা, মালামাল লুঠপাঠ করেছে বলে অভিযোগ করেছেন।

ডলারের বিপরীতে এক বছরে টাকার মান কমেছে ২১ শতাংশ

ডলারের বিপরীতে গত এক বছরে টাকার মান ২১ শতাংশ কমে যাওয়ায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে সরকার। সার্কভুক্ত অন্য দেশগুলোতেও একই ধারা চলতে থাকায় 'কারেন্সি সোয়াপ' চালুর প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার বিদেশি এইচএসবিসি ব্যাংক প্রতি ডলার বিক্রি করেছে ৮৫ টাকায়। সোমবার বিক্রি করেছিল ৮৫ টাকা ৫৫ পয়সায়। বেসরকারি উত্তরা ব্যাংকও সপ্তাহের শেষ দিন ৮৫ টাকায় ডলার বিক্রি করেছে। সরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক সোনালী ৮৪ টাকা ৭০ পয়সায় ডলার বিক্রি করেছে; কিনেছে ৮৩ টাকা ৭০ পয়সায়। অথচ এক বছর আগেও ৭০ থেকে ৭০ টাকা ২৫ পয়সায় লেনদেন হয়েছে মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত এক বছরে ডলারের বিপরীতে টাকার মান কমেছে প্রায় ২১ শতাংশ। এ কারণেই মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ কঠিন হয়ে পড়েছে বলে মনে করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। তিনি বলেন, টাকার মান নিয়ে সত্যিই আমরা চিন্তিত। শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারত, পাকিস্তানসহ সার্কভুক্ত সব দেশের মুদ্রারই অবমূল্যায়ন হচ্ছে। আমাদের অর্থনীতি আমদানিনির্ভর। অধিকাংশ পণ্য আমদানি করে চাহিদা মেটাতে হয়। সে কারণে ডলারের দাম বাড়লে পণ্যের দামও বেড়ে যায়। এতে মূল্যস্ফীতি বাড়ে। মন্ত্রী জানান, মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে কৃষি উৎপাদনও ভালো। কিন্তু মূল্যস্ফীতি কমানো যাচ্ছে না। ডলারের দর বাড়ায় জ্বালানি তেলসহ সবধরনের পণ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে। ফলে মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে নামছে না। তবে আগামীতে মূল্যস্ফীতি কমে আসবে– এমন আশা প্রকাশ করে মুহিত বলেন, খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমছে। সেপ্টেম্বরে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ১১ দশমিক ৯৭ শতাংশ। ডিসেম্বরে তা কমে ১০ দশমিক ৬৩ শতাংশে নেমে এসেছে। আগামীতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

অর্থমন্ত্রী জানান, গত সপ্তাহে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সার্ক অর্থমন্ত্রীদের বৈঠকেও মুদ্রার মান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। অন্যরাও বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে 'কারেন্সি সোয়াপ' চালুর প্রস্তাব দিয়েছে ভারত। সার্কের বাকি সদস্যরাও তাতে সমর্থন দিয়েছে। 'কারেন্সি সোয়াপ' চালু হলে সার্কের দেশগুলো অন্য দেশ হতে জরুরি প্রয়োজনে নিজের দেশের মুদ্রায় (কারেন্সি) পণ্য আমদানি করতে পারবে। এ ব্যবস্থায় কোনো দেশ যে পণ্য আমদানি করবে তার মোট দামের সমপরিমাণ অর্থ নিজ দেশের মুদ্রায় জমা দিতে হবে। পরে ডলার বা অন্য কোনো আন্তর্জাতিক মুদ্রা দিয়ে নিজেদের মুদ্রা ফেরত নিতে হবে। তবে যতদিন আন্তর্জাতিক মুদ্রা জমা দেয়া না হবে, ততদিন একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ পরিশোধ করতে হবে। আগামী বছর থেকেই এ ব্যবস্থা চালু হতে পারে।

এদিকে টাকার মান পড়তে থাকায় মূল্যস্ফীতির পাশাপাশি বিনিয়োগেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে বলে সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছেন বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (বিআইডিএস) গবেষক জায়েদ বখত। পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ডলারের দাম বাড়ায় আমদানি ব্যয় অনেক বেড়ে গেছে। ফলে শিল্পদ্যোক্তরা মূলধনী যন্ত্রপাতি ও শিল্পের কাঁচামাল আমদানি কমিয়ে দিয়েছেন। এতে শিল্প উৎপাদন কমে যাবে, কমবে শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধি। নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বিনিয়োগে, অর্থনীতিতে। এই ধারা চললে বাজেটে ৭ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের যে লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে তা অর্জিত নাও হতে পারে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, ডিসেম্বর মাসে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে (মাসভিত্তিক) মূল্যস্ফীতির হার ছিল ১০ দশমিক ৬৩ শতাংশ। গত ১০ মাস ধরেই মূল্যস্ফীতি দুই অংকের ঘরে (ডাবল ডিজিট) অবস্থান করছে।

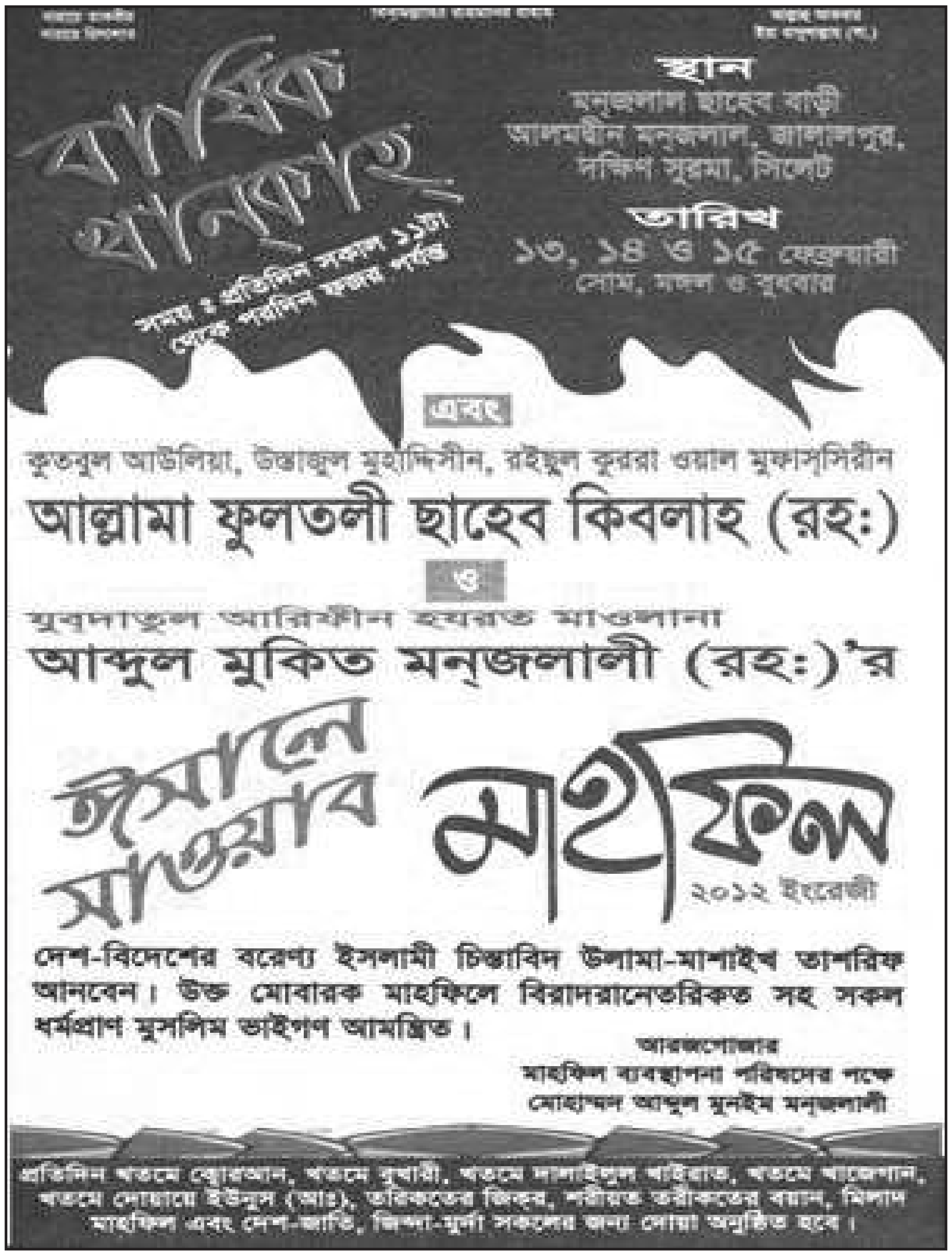

প্লানেট হোমিওপ্যাথি ও হার্বাল সেন্টার

ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ইন্ডিয়া ও বাংলাদেশ হতে ডিগ্রীপ্রাপ্ত হোমিওপ্যাথি ও হারবালের উপর ২১ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কন্সালটেন্ট দ্বারা কোলষ্টেরল পরীক্ষা ও বিনা খরচে ডায়াবেটিস, ব্লাডপ্রেসার, বি এম আই, প্রস্রাব, ওজন ও লম্বা পরীক্ষা এবং যারা ব্যাথায় ভুগছেন তাদের জন্য ম্যাসেজ ফ্রি দিয়ে সব ধরনের রোগের চিকিৎসা অতি অল্প খরচে করা হয়।

যৌন অক্ষমতা নিয়ে যাহারা হতশায় জীবন যাপন করছেন, তাদের একমাত্র সমাধান হোমিওপ্যাথি ও হার্বাল চিকিৎসায় বিদ্যমান, তাই এই চিকিৎসা গ্রহণ করে দাম্পত্যজীবন মধুময় করে তুলুন। এখানে যে সমস্ত রোগের চিকিৎসা করা হয় তার মধ্যে অন্যতমঃ

পুরুষত্বহীনতা, গ্যাস্ট্রিক-আলসার, বুকজ্বালা, আর্থ্রাইটিস, স্ত্রীরোগ, ব্লাড-প্রেসার, ডায়াবেটিকস, কোলস্টেরল, টনসিল, হে-ফিভার, এজমা, পাইলস, দাঁতের সমস্যা, মাইগ্রেন, একজিমা, কোষ্ট-কাঠিন্য, সরাইসিস, হাঁপানি, সাইনোসাইটিস, এলার্জি, মাথাব্যাথা, চুলপড়া ইত্যাদি-এবং মেয়েদের সব ধরনের জটিল সমস্যা গোপনীয়তা রক্ষা করে ও বাচ্চাদের চিকিৎসা অতি যত্ন সহকারে করা হয়।

এখানে ইংরেজী, বাংলা ও সিলেটি ভাষায় রোগ সম্পর্কিত সকল গোপন কথা খুলে বলতে পারবেন। ইউরোপসহ দুরের রোগীদের টেলিফোন ও ই-মেইলের মাধ্যমে পরামর্শ দিয়ে ডাকযোগে ঔষধ পাঠানো হয়।

Dr. Mizanur Rahman
MSc, DHMS, D.Hom, MD(AM), PhD
Secretary
British Bangladesh
Traditional Dr. Association

Dr.Ahmed Hossain
MA, D.Hom (England)
Chairman
British Bangladesh
Traditional Dr. Association

271a Whitechapel Road
(2nd Floor, Room G)
London E1 1BY

Tel : 020 3372 5424
Mob : 0772 370 6996
Email: homoeoherbal@yahoo.co.uk

www.homoeoherbal.co.uk

খোলা ঃ সোমবার থেকে শনিবার সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত